রথ, শরীরতত্ত্ব ও শক্তিবাদ

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

রথ, শরীরতত্ত্ব ও শক্তিবাদ

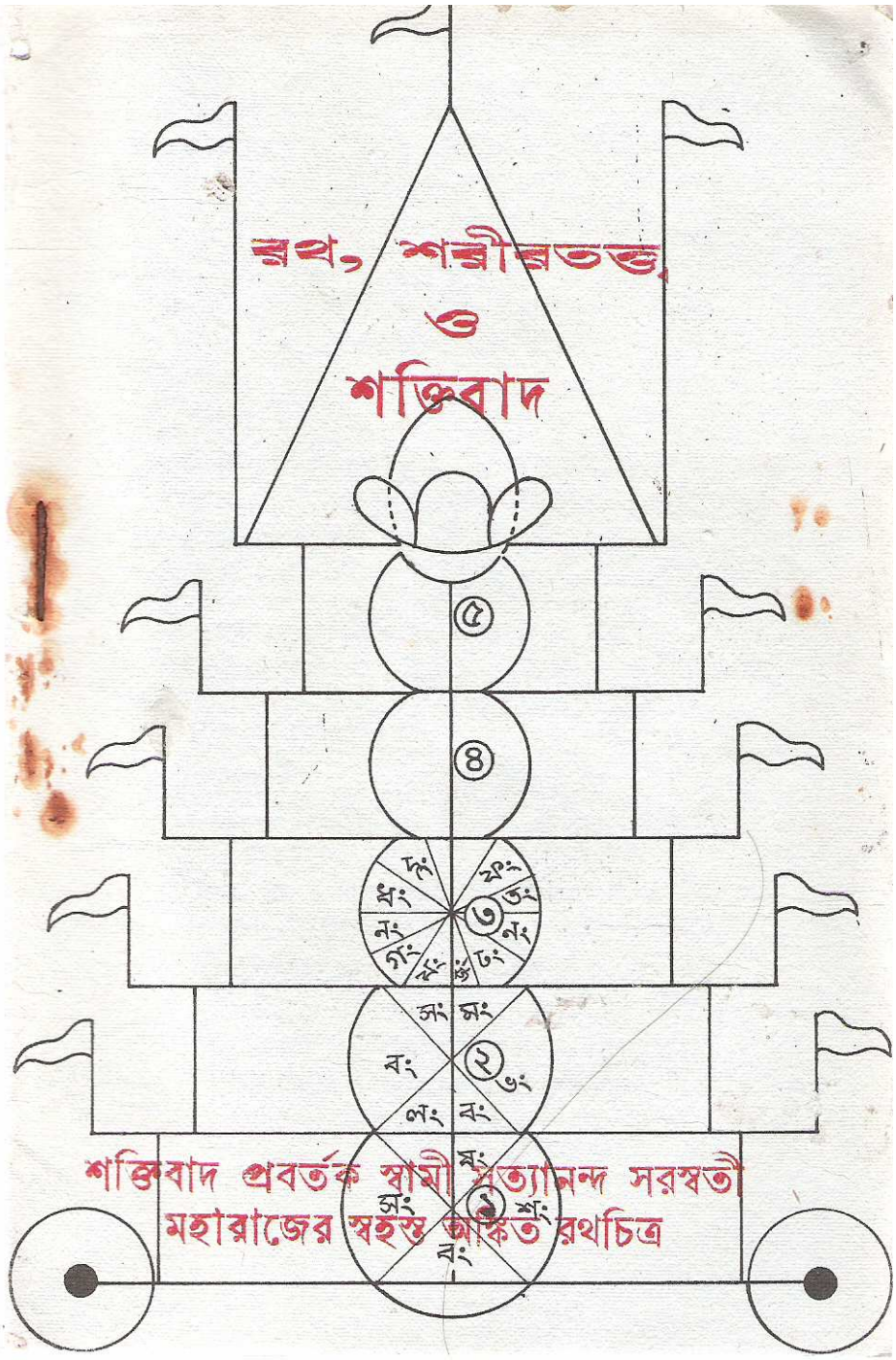

শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের স্বহস্ত অঙ্কিত রথচিত্র

দেহ ও মনের সুষম বিকাশের ক্ষেত্রে যোগের প্রয়োজনীয়তা ও যোগ অনুশীলনের সঠিক বিজ্ঞান

সুস্বাস্থ্যই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিত্তি। স্বাস্থ্য চর্চার ব্যাপারে সব জাতিরই চিন্তা ও বিজ্ঞান ধারার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির চিন্তাধারা অপেক্ষা একটু অন্যরকম। আমরা মেরুদণ্ড ও উহার মধ্যস্থিত নাড়ীমণ্ডলীকে কেন্দ্র করিয়া শরীর, মন, বিবেক, প্রেম, সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া থাকি। অন্যান্য দেশের ব্যায়াম ও খেলাধূলা শরীরের পেশীগুলিকে শক্ত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের শরীরচর্চ্চা, ঋষিগণ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবার দরুণ সেই চর্চার ধারা জীবনীশক্তির মূল আধার মেরুদণ্ডকে কার্য্যক্ষম রাখিবার দিকে নজর রাখিয়া করা হয়। যাহারা মেরুদণ্ডের সম্বন্ধহীন ব্যায়াম ও খেলাধূলা করে তাহারা জীবনের এক সময় বাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যাহারা দেহ ও মনের সুষম বিকাশের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে দৈনন্দিন জীবনে কিছু সময় ভারতবর্ষের ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত যোগবিদ্যার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত শিবপিণ্ড ও ব্রহ্মনাড়ীই সমস্ত যোগবিদ্যার কেন্দ্রস্থল। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সমস্ত যন্ত্রের মূলগুলি বহু নাড়ীর মূলরূপে মস্তিষ্কের এই শিবপিণ্ডে আসিয়া ঠেকিয়াছে। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সুস্থ, কার্য্যক্ষম ও সতেজ রাখিতে এবং মনকে বশীভূত করিতে হইলে এই শিবপিণ্ডের ধ্যান করা প্রয়োজন। এই শিবপিণ্ডের ধ্যানকে সহজ করিবার জন্যই শিবের মূর্ত্তির পরিকল্পনা। যে মূর্ত্তির স্থাপনার জন্য বিশাল বিশাল মন্দির সমস্ত ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই মূর্ত্তি সকলের মস্তিষ্কেই আছে। একটি ডিম্বাকৃতি পিণ্ডমূর্ত্তি, একটি পীনেট ও একটি সর্পফণার মিশ্রণে এই মূর্ত্তি গঠিত। মস্তিষ্কের উপরি-ভাগস্থিত বৃহৎ মস্তিষ্ক দুইটি, একটি মর্ম্মস্থান দ্বারা সংযুক্ত। এই সংযোগকারী মর্মস্থলই শিবপিণ্ড। এই শিবপিণ্ডের পিছন দিকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কেন্দ্র বিদ্যমান।

এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কেন্দ্র এবং সুষুম্নার শীর্ষস্থান প্রায় একই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে। মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের সামনের দিকে (ভ্রূমধ্য স্থানে) বুদ্ধি কেন্দ্র অবস্থিত। এই শিবপিণ্ডের পিছন দিকে মন ও প্রাণকেন্দ্র অবস্থিত। মস্তিষ্ক চিত্রে - (১) মন, (২) প্রাণ, (৭) বুদ্ধি, শিবপিণ্ডের উপরিভাগকে যোগশাস্ত্রে গুরুপাদুকা বলে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দুইটি প্রাণ মস্তিষ্ক। ইহারা প্রাণ কেন্দ্রের কাজে শক্তিদান করে। মেরুদণ্ডের মধ্যে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও সহস্রার নামক চক্রস্থান বিদ্যমান। শিবপিণ্ড হইতে মস্তিষ্কের একটি নাড়ী মেরুদণ্ড মধ্যভাগ ধরিয়া মূলাধার পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহাই ব্রহ্মনাড়ী। ইহার ঊর্দ্ধভাগ এবং সহস্রার শিবমূর্ত্তিস্থিত সর্পের ফণাভাগ এবং ব্রহ্মনাড়ীর নিম্নভাগ ও মেরুদণ্ডস্থিত ৫টি মর্ম্মকেন্দ্রই শিব মূর্ত্তির সর্পপুচ্ছ।

এই শিবপিণ্ড সহ ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান করিয়া উপাসনা করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকিবে এবং অন্তরে তেজস্বিতা আসিবে। শিবের পীনেটটি সব সময় দিকযন্ত্রের মতো উত্তর দিকে থাকে। পৃথিবীর উত্তর দিকে ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত। মস্তিষ্কস্থিত বুদ্ধিকেন্দ্রের ভ্রুমধ্যস্থানের সহিত পৃথিবীর উত্তর মুখে একটা চুম্বক ক্রিয়া চলিতেছে। ঐ ক্রিয়ার সহিত আমদের মন ও বুদ্ধিকেন্দ্র সংযুক্ত ক্রিয়া এক রেখায় আসিলে আমাদের জ্ঞান ও সৃষ্টিরহস্য জানিবার পক্ষে শক্তিশালী হয়। পৃথিবী ও ধ্রুব নক্ষত্রের সংযোগকারী চুম্বকক্রিয়া এবং মন ও বুদ্ধিসংযুক্ত শক্তিক্রিয়া এক রেখায় আনিবার জন্য উত্তক মুখে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন কেবল পুস্তক পড়িয়া, মাথা খাটাইয়া যোগাভ্যাস সম্ভব নহে। ইহার জন্য অভিজ্ঞ শক্তিশালী সিদ্ধ গুরুর প্রয়োজন। অনভিজ্ঞ ও ভণ্ডগুরুর দল শাস্ত্রবাক্য চুরি করিয়া নিজেদের নাম ও যশ বিতরণের জন্য অনেক রকম কলা কৌশল ও অঙ্গভঙ্গিকে ভারতীয় যোগ বলিয়া চালাইতেছে। রজনীশ ইহাদের অন্যতম। ভারতীয় শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থায় ঋষি প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক যোগচর্চ্চা ও অধ্যাত্মবাদকে অবহেলা ও উপেক্ষা করার ফলে ভণ্ডামী প্রশ্রয় পাইতেছে। ইহাদের ছলনা হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

শিবপিণ্ড হইতে শীতল স্বচ্ছ শান্তিরস সর্বদা ক্ষরিত হইতেছে। এই রস বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, মন ও প্রাণ কেন্দ্রকে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত করিতেছে। এই রসধারা মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্না পথে প্রবাহিত হইয়া বিশুদ্ধাখ্য, অনাহত, মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া সকলকে কর্ম্মশক্তি দান করিতেছে। ইহাই শিবের মাথা হইতে প্রবাহিত পতিত পাবনী মা গঙ্গা। এই নাড়ী বিগলিত অমৃতধারা যদি যথেষ্ট সঞ্চয়ের সহিত ব্যয় করা না হয় তবে মস্তিষ্ক গরম হইয়া যাইবে এবং মানুষ পাগল হইয়া যাইবে। শিবকেন্দ্রেই আমাদের অহংটি অবস্থিত। যাহাতে অহং এর কেন্দ্রে প্রচুর শান্তি জমা থাকে, এ জন্য প্রকৃতি প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

[পাঠক লাউ, তরমুজ বা যে কোন বীজ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, বীজগুলিকে প্রকৃতি কত শীতল স্নিগ্ধ স্থানে রাখিয়া সেই গুলিকে পুষ্ট করেন। আমাদের অহংই বীজ শরীর। এই বীজ শরীরের অত্যন্ত শীতল স্নিগ্ধস্থান মস্তিষ্কে অবস্থান করে। অহং এর শান্তির স্থিতি যাহাতে রক্ষিত হয়, এজন্য সকলেরই সন্ধ্যাপূজা, যোগ ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এবং খুব নিশ্চিন্ত থাকিয়া শান্তিরসের ক্ষয় কমাইতে হয়। ফলে মানুষ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করে। এই শান্তিরসের ক্ষয় বৃদ্ধি হইলে আয়ু কমিয়া যায় এবং শরীরে নানা জটিল রোগের উৎপত্তি হয়। বেশী চিন্তাভাবনা করিলে, ক্রোধ করিলে অহং-এর আশ্রয় শান্তিরসের ক্ষয় হয়।]

মস্তিষ্কে শিবপিণ্ড সম্বন্ধে মোটামুটি বলা হইল। যাহার যখনই সময় হইবে তখনই এই শিবপিণ্ড হইতে স্নিগ্ধধারা নামিয়া আসিতেছে এইভাবে শিবপিণ্ডে মন দিবেন।

এখন আমরা ব্রহ্মনাড়ীস্থিত চক্রগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মূলাধার - ইহা গুহ্যদ্বারের একটু উপরে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে চারিটি দল বা মর্ম শাখা আছে। ইহা মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশস্থল। মূলাধার হইতে একটি সূক্ষ্ম নাড়ী মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ইহাকে ব্রহ্মসূত্রী বলে।

ব্রহ্মচর্য্যে এই নাড়ী অত্যন্ত শক্তিশালী ও বীর্য্যবান থাকে। এই নাড়ীর সহিত আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধ রাখে। এই নাড়ীকে প্রফুল্ল ও সতেজ রাখাই ব্রহ্মচর্য্য।

স্বাধিষ্ঠান - ইহা লিঙ্গমূলের সমসূত্রস্থানে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ছয়টি শাখা। এই কেন্দ্র হইতে শুক্রশিরা নামে একটি নাড়ী কর্ম্ম প্রধান শিব কেন্দ্রে গমন করিয়াছে। শরীরের মধ্যে ইহাই চন্দ্র নাড়ী, যাঁহাদের মাথাধরা রোগ আছে তাঁহারা এই নাড়ীর ধ্যান করিলে ভাল থাকিবেন।

মণিপুর - ইহা নাভীকেন্দ্রের ঠিক পেছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। ইহার দশটি শাখা। মণিপুর হইতে যে সব নাড়ী মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করিয়াছে, সেইগুলি কল্পনায় সাহায্য করে। কল্পনায় আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং কল্পনা কমিয়া গেলে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং শরীর ও মন সুস্থ থাকে। বেশী কল্পনা করিলেই হজম করিবার শক্তি কমিয়া যাইবে। মণিপুর যত স্নিগ্ধ থাকিবে হজম তত ভাল হইবে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। নাভীস্থানের সঙ্গে মণিপুর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। দিন রাতের মধ্যে যখনই সময় ও সুযোগ হইবে তখনই ২, ৩ সেকেণ্ড নাভীর ধ্যান করিয়া লইবেন। ইহা দ্বারা শরীর ও মন আশ্চর্য্যজনক ভাবে লাভবান হইবে। খুব স্নিগ্ধভাবেই নাভীতে মন দেওয়া উচিৎ।

অনাহত - ইহা হৃদযন্ত্রের ঠিক পিছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। এই মর্ম্মকেন্দ্রে ১২টি শাখা আছে। মানবের জীবনের বেশীর ভাগটাই এই মর্মের প্রভাবে পরিচালিত হয়। ইহা দৈবীভাব ও অসুরভাবের কেন্দ্র। দৈবীবাদীরা সব সময়ই দুর্ব্বল, কিন্তু অসুরবাদীরা সব সময়ই বেশী শক্তিশালী হইলেও অসুরবাদীদের বিকাশ বিষ্ণু স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু দৈবীবাদীরা শক্তিবাদ অনুসরণ করিলে শক্তিস্তর পর্য্যন্ত বিকশিত হইতে পারেন এবং তাঁহারা অসুর হইতে শক্তিমান হন।

বিশুদ্ধাখ্য - কণ্ঠের ঠিক পিছনে মেরুদণ্ডের মধ্যে ব্রহ্ম নাড়ীতে এই কেন্দ্র বিদ্যমান। ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ মর্মকেন্দ্র। এবং এই মর্মে কোনও প্রকার নিম্নস্তরের মনোবিকার অবস্থান করে না।

(বিশেষভাবে জানিতে হইলে ক্রমবিকাশের পথে চতুর্থ ভাগ পাঠ করুন।)

গীতায় সহজ যোগ বিধানের কথা আছে। দ্রঃ গীতা ৯ম অধ্যায় 'রাজযোগ'। যাহারা রাজা ও যোদ্ধা, তাহাদের জন্যই এই যোগ। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ পবিত্রম্ ইদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষা বলম্ ধর্মং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং। ধর্মে অশ্রদ্ধাসম্পন্নব্যক্তিগণ রাজবিদ্যায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। ধর্ম অর্থে বিকাশের বা আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রগামী হইবার নীতি মানিয়া লওয়া। যোগবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদে সিদ্ধ হইতে অনেক তপস্যার প্রয়োজন।

রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ অনুশীলনসহ অধ্যাত্মপথে অগ্রসর না হইলে সাধারণ জীবনে পূর্ণ সফলতা আসে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চার প্রকার যোগবিদ্যার কথাই বলিয়াছেন।

যথাকাশ স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বগতো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬

নবমোধ্যায় (রাজযোগ)

শূন্য আকাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, রাশি, নক্ষত্র এবং জীবগণ সকলেই এই আকাশে বিচরণশীল। যেকোন বস্তু বা জীবই দেখ না, উহা একটু অন্তরদৃষ্টি শক্তিদ্বারা দেখিলে বুঝিতে পারিবে বস্তুটী আকাশেই আছে এবং আকাশ দ্বারাই ব্যাপ্ত। প্রথম প্রথম নিজেকে ''আকাশে রহিয়াছি'' এইরূপ ভাবে দেখিতে হয়। যোগসূত্রে ইহাকেই ''কায়াকাশ'' ধ্যান বলে। ''নিজের শরীর আকাশের মধ্যে আকাশের সঙ্গে লাগিয়া আছে'' এইরূপ ধ্যান করিতে হয়। ইহাতে অন্তঃকরণ রুক্ষ হইতে পারে, কারণ শূন্য বোধের সঙ্গে গণেশ কেন্দ্র সংযোগ রাখে। (শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে গণেশ কেন্দ্রের কথা আলোচনা করা হইয়াছে।) এজন্য ইহার সঙ্গে ব্রহ্মনাড়ীরও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। একবার কায়াকাশ ধ্যান এবং একবার ব্রহ্মনাড়ীর ধ্যান এই ভাবে করিলে অন্তঃকরণ রুক্ষ হয় না।

লয় যোগের মধ্য দিয়া যে যোগক্রিয়ার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, উহার সবগুলির ক্রিয়াই ব্রহ্মনাড়ী ও গুরুপাদুকা ধ্যানের সঙ্গে সংযোগ রাখে। শুধু ব্রহ্মনাড়ী ধ্যানেও শূন্যবোধ আসিতে পারে। তাহা হইলেও আকাশকে আত্মা মানিয়া এই পথে অগ্রসর হইলে প্রথমটা সুবিধা হয়। তাহার পর ব্রহ্মনাড়ীর ঊর্দ্ধ প্রান্তস্থিত গুরু পাদুকার অবলম্বন সহ লয় যোগকে আশ্রয় করিয়া ''প্রাণক্রিয়া'' অভ্যাস সহ মহাশূন্য আয়ত্ত করিতে হয়। এই শূন্যবোধ অত্যন্ত উন্নত স্তরের শূন্যবোধ। ইহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা ও আরামপ্রদ। গুরুপাদুকাস্থিত হ ল ক্ষ বিন্দুই অগ্নি জ্যোতি, রবিজ্যোতি ও চন্দ্রজ্যোতি। মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত শিবপিণ্ডের নিম্ন অংশই আজ্ঞাচক্র। এবং ঊর্দ্ধ অংশই গুরুপাদুকা। আজ্ঞাচক্রের সামনের দিকে অর্থাৎ কপালের দিকে বুদ্ধিকেন্দ্র এবং পিছনের দিকে মনের কেন্দ্র বিদ্যমান, মন যখন বিবেকমুখী হয় তখন উহার নাম হয় উত্তরায়ণ গতি। মন যখন বিষয়মুখী হয় তখন উহার নাম দক্ষিণায়ন গতি। বুদ্ধিযোগ মানে শূন্যগতি প্রাপ্ত মন। অর্থাৎ মন শূন্যগতি লাভ করিবে এবং পরে গুরুপাদুকা কেন্দ্রস্থিত হ, ল, ক্ষ বিন্দু অতিক্রম করিবে। সর্ব্বদা গুরুপাদুকা ধ্যানসহ প্রাণক্রিয়া করিয়া চলিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাচীন যোগবিদ্যারই একজন সিদ্ধযোগী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্করও এই বিদ্যারই একজন সিদ্ধযোগী।

যোগবিদ্যার অনুশীলন না করিয়া গীতার দার্শনিকতা ঠিক ঠিক বুঝা কঠিন। দার্শনিকতা ও যোগবিদ্যা দুর্ব্বলবাদী বা অসুরবাদী বা অনুষ্ঠান হীন বাক্য সর্ব্বস্ব মূর্খদের জন্য নহে।

প্রাণ ক্রিয়া অনুষ্ঠান একটু আয়ত্ত হইলেই দেখা যাইবে - মন একদম ফাঁকা ও স্বচ্ছ হইয়া যাইবার পর আবার মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তার রেখা দেখা দিতেছে। ''প্রাণ-ক্রিয়ার'' নিয়মের সংস্পর্শে আসিবামাত্র সেইগুলি আবার বিলীন হইবে। আবার নূতন সূক্ষ্ম চিন্তাধারা অন্তরে দেখা দিবে, আবার বিলীন হইবে। ইহারা আত্মা হইতে আসে এবং প্রকৃতিতে বিলীন হয়। এই সব চিন্তাধারা গুলির স্রষ্টাকে আত্মা বলা হইয়াছে, ইহার কারণ আত্মাতে সংস্কাররূপে ইহারা ছিল। ইহারা আত্মারই এক অংশ হইতে বিলীন হইয়া অন্য অংশে থাকিয়া যাইবে। 'প্রাণ-ক্রিয়ার' প্রভাবে এ সব কল্পনা রাশি

একবার স্থান ভ্রষ্ট হইবার পর আর আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই জন্যই বলা হয় ইহারা প্রকৃতিতে বিলীন হয়।

উপনিষদে বলা হইয়াছে ''যদিদং কঞ্চিদ্ জগৎ সর্ব্বং প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম্।'' অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই প্রাণ (আত্মা) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং প্রাণেই বিলীন হইবে। এই বিলীন বিজ্ঞান বুঝিতে পারিলেই শুদ্ধ প্রাণকে (আত্মাকে) পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে উদাসীনবৎ এই প্রাণক্রিয়ার সৃষ্টি ও লয় দেখিতে চেষ্টা করিলে তোমাকে ঐ স্তরেই থাকিয়া যাইতে হইবে। কেবল ''প্রাণ-ক্রিয়া'' করিয়া যাও। ''প্রাণক্রিয়া'' একটা স্বাভাবিক আন্তর ক্রিয়ার সঙ্গে তোমাকে মিলাইয়া দিবে যেখানে আপনিই সৃষ্টি (কল্পনা) হয়, আপনিই বিলয় হয়। আরও সূক্ষ্মস্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলে বুঝিতে পারিবে কল্পনা বা কল্পনার বিলয়ে তোমার কোন হাতই নাই, আসক্তি বা বিরক্তিও নাই।

সমস্ত যোগবিদ্যার মূল বক্তা হইতেছেন আদিগুরু শিব। যে যোগ মানুষকে বুদ্ধিমান ও মহান করে, তাহার নাম - রাজযোগ।

এক সময় সমস্ত আমেরিকায় ভারতীয় হঠযোগের ব্যাপক প্রচলন ছিল। আমেরিকাস্থিত চিন্তাশীলগণ ইহা ভালই বুঝিলেন যে হঠযোগ মানুষকে সুশিক্ষা দেয় নাই। যোগবিদ্যার আসল কথা শক্তিবাদীয় মনস্তত্ত্ব গঠন। গীতার নবম অধ্যায়ে 'রাজযোগ' পড়িলে সমস্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। পৃথিবীতে অনেক যোগবিদ্যার শিক্ষক আছেন। তবে ভারতের শাসন এত অপদার্থ পূর্ণ হইল কেন? জহরলাল নেহেরু তো শীর্ষাসনের বড় যোগী ছিলেন। তিনি চীনের সহিত 'পঞ্চশীল' নীতিতে মিত্রতা করিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে চীন কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিনি সে দেশে গিয়া তিব্বত চীনের অংশ এই ফতোয়া লিখিয়া দিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিব্বতের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয় এবং হিমালয় চীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যোগবিদ্যার যদি ইহাই পরিণতি, তবে যোগবিদ্যার প্রয়োজন কি? আমেরিকা ইহা বুঝিয়াছে এবং সর্ব্বত্র হঠযোগ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

গীতার নবম অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মমভূত মহেশ্বরম্॥

অর্থাৎ অজ্ঞানীরা আত্মাকে অবজ্ঞা করে। আত্মাই মানুষের শরীরে অবস্থিত। তাহারা আত্মাকে শরীররূপে দেখে। আত্মার শ্রেষ্ঠ রূপ (আত্মরূপ) জানে না।

আত্মাকে শরীররূপী দেখা এবং ব্রহ্মনাড়ীরূপ দেখার ভেদ আছে। আত্মাকে শরীররূপে দেখাই যত আসুরিকতা, গুণ্ডামী ও হীনকর্ম্মের মূল। দেহাত্মবাদী খৃষ্টান, মুসলমান ও কম্যুনিষ্টগণ এবং অন্যান্য অসুরবাদীগণ কেন যে বিশ্বের অনর্থের কারণ তাহা এর পরই স্পষ্ট হইবে। এ সব শরীরবাদী ও ভোগবাদী মতবাদকে যাহারা চাঁদা বা ভোটের লোভে প্রশ্রয় দিতেছে সেই সব দুর্ব্বলবাদীরা বাস্তবিক পক্ষে সব অসুরবাদীদের দাস ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। এদের জ্ঞান ও প্রচার যুক্তিহীন ধাপ্পাবাজীর লীলা মাত্র। ইহারা ভয়ঙ্কর অকল্যাণকারী হইয়া থাকে। এ যুগের অনেক পত্রিকাই আজ এই

পর্য্যায়ে আসিয়াছে। ইহারা নিজের, দেশের ও বিশ্বকল্যাণের ধাপ্পা দেওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই করে না। ইহারা এইসব প্রচারের মাধ্যমে দেশ ও বিশ্বকে মোহিত করে এবং নিজেদের সুখ সুবিধা আদায় করে ও সমগ্র হিন্দু জাতির সর্বনাশ করে। ইহারা ভোগবাদী। আত্মাবাদীরা সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও দৈনন্দিন সমস্ত বিষয়ে আত্মাকে ধরিয়া থাকে। সমস্ত জটিল ও সহজ বিষয়ই আত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে আলোচনা করে। ভোগবাদীরা ধনসাম্য ও মতসাম্য বা মতাধিক্যবাদ লইয়া চিন্তা, কথা, কর্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়া থাকে। অধ্যাত্মবাদীরা নানারূপে একই আত্মার উপাসনা করেন। তাঁহারা সকলেই দৈবী সম্পদকে ভিত্তি করেন। যাঁহারা দৈবী সম্পদকে ভিত্তি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একই উপাসনা ছিল, উহাই ব্রহ্মনাড়ীধ্যানসহ গায়ত্রী উপাসনা। সেই উপাসনা আবার ব্যাপকভাবে শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইতে হইবে। সমস্ত কর্ম্মে ও বিষয়ে ''আত্মা'' দেখিবার অভ্যাস রাজযোগেরই অংশ। এ বিষয়ে বিশদভাবে গীতার নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা আছে।

কোরাণ ও বাইবেলে আল্লাহ্ ও গড্ উপাসনা দ্বারা অনন্ত কালের বেহেস্ত প্রাপ্তির কথা আছে। এখানে বলা প্রয়োজন, উপাসনার প্রভাবে কোন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হওয়া অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক। যাঁহার উপাসনা করা হয় তাঁহাকে লাভ করাই উপাসনার ফল। আল্লাহ্বাদীরা আল্লাহ্ ভজিয়া হূর (বিবি) পান। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না, আল্লাহ্ ও হূর একই বস্তু? আজকাল একদল দুষ্টলোক গীতা, বাইবেল ও কোরাণের সামঞ্জস্য করেন। মূর্খ ও কুকর্মবাদী মতবাদের সঙ্গে একটা যুক্তিবাদ ও দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য করা অত্যন্ত অন্যায় ও হীন কার্য্য।

আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্ম, সবেরই সমাধান করিতে পারিলে উহার নাম হয় অধ্যাত্মবাদ। আবার ভোগবাদ, জড়বাদকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মের যুক্তিকে মীমাংসার ভিত্তি করিতে পারিলে উহার নাম হয় জড়বাদ। বর্ত্তমান ভারতবর্ষ উহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে শাসকগণ শাসনের নামে যা খুশি করিতে পারেন। নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী সবকিছু আইনরূপে সৃষ্টি করিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। কারণ বর্তমান ভারতবর্ষে যোগের অনুশীলন একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে অধ্যাত্মবাদ শিক্ষা অপেক্ষা ভোগবাদ শিক্ষা অনেক দ্রুতফলদায়ক। তাই ভোগবাদের অনুশীলন সমস্ত ভারতবর্ষে আজ প্রবল। সকলকে একটা কথা সর্বশেষে বলিতে চাই যে, গীতা অধ্যাত্মকর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা শাস্ত্র। একমাত্র গীতাই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার পথ বলিতে পারে। ভোগবাদ, জড়বাদ বা পিশাচবাদে কোন সমাধান নাই। তবে গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য ভিন্ন দুর্বলবাদ ও ভাববাদী ভাষ্য গীতা পাঠ করিয়া যোগবিদ্যা বুঝা সম্ভব নহে।

ভারতের গণতন্ত্র ও শক্তিবাদ

কিছুদিন পূর্বে একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদক বার বার আমাদের অনুরোধ করেন যে শক্তিবাদ প্রবর্তক স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের স্বাস্থ্য ও যোগ সম্পর্কে একটি লেখা আমাদের দিন আমরা সেই লেখাটি আমাদের পত্রিকাতে প্রকাশ করিব। অনেক অনুরোধের পর আমরা স্বামীজীকে সমস্ত কথা বলি এবং তিনিও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য গীতার বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতি সহকারে লিখিয়া দেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে সেই সম্পাদক স্বামীজীর লেখা ও একটি মস্তিষ্কের ব্লক আমাদের ফেরত দেন এবং বলেন আমরা স্বামীজীর লেখা ছাপিতে পারিলাম না এ জন্য আমরা দুঃখিত। কারণ আমাদের কমিটি গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত। কমিটি একমত না হইলে ছাপা সম্ভব নয়। আমরা বলিলাম গণতন্ত্রের নিয়ম হইল মানুষ স্বাধীন ভাবে তাঁর মত প্রকাশ করিবে সমাজ তাহার বিচার করিবে। তাছাড়া আপনাদের বার বার অনুরোধেই আমরা স্বামীজীর লেখা দিয়াছিলাম তবে আপনারা অনুরোধ করিবার সময় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই কেন? একজন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় যোগী মহাপুরুষ যিনি দেশে বিদেশে পরিচিত এবং হাজার হাজার ভক্ত ও শিষ্যের গুরু এবং শক্তিবাদ মতবাদের প্রবর্ত্তক, বিভিন্ন পঞ্জিকাতে পৌষ সংক্রান্তির দিন যাঁর ছবি সহকারে জন্মদিন পালন হইবার কথা উল্লেখ আছে এই রকম একজন সম্মানীয় ব্যক্তিকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার লেখা প্রকাশ করিব বলিয়া যদি তাঁহার লেখা ফেরত দেন তবে তাঁহার অসম্মান করা হয়। আপনাদের গণতন্ত্র কি এইটুকু শিক্ষাও দেয় নাই।

শক্তিবাদের মতে গণতন্ত্র মানে প্রচ্ছন্ন অসুরবাদ ও কমিউনিজমের পিতা। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ বিকাশের পথে যায়। আজকের প্রচ্ছন্ন অসুর, কাল অসুর হইবে। আজকের চোর, কাল ডাকাত হইবে ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়ম। শক্তিবাদ অনুশীলন করিলে ও শক্তিবাদ গ্রন্থ পাঠ করিলে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

একজন লোক চিন্তা করিল সে সমাজ সংস্কার করিবে। তাই তিনি তাঁর চিন্তাধারার সাহায্যে একটি দল গঠন করিলেন এবং সেই দল পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটিও গঠন করিলেন। কিন্তু এমন সুকৌশলে তিনি পরিচালনার কৌশল করিয়া রাখিলেন যাহাতে তাঁর অমতে একটি সিদ্ধান্তও কার্য্যকর না হয়। তাঁর সিদ্ধান্ত যদি কেহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে তবে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে। গণতন্ত্রের চিনির মোড়কে প্রচ্ছন্ন অসুরবাদকে জনসাধারণের বুদ্ধি ভেদ করিতে পারে নাই, বলিয়াই প্রকাশ্য অসুরবাদ কমিউনিজমই ইহার প্রাকৃতিক প্রতিশোধ। কমিউনিজম যদি অসুরবাদকে আশ্রয় না করিয়া প্রাচীন ভারতের শক্তিবাদীয় পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিত তবে বিশ্বে সুখের দিন আসিত কারণ শক্তিবাদের মতে গণেশ শক্তি ও শিবের প্রিয় পুত্র। দুর্ব্বলবাদীয় অসুরবাদকে কেন্দ্র করিবার দরুণই কমিউনিজমের প্রাকৃতিক প্রতিশোধ হইতেছে মক্কাবাদ। খিলাফত ও প্রচ্ছন্ন অসুরবাদী গান্ধীবাদীয় গণতন্ত্র ভারতে যত প্রচারিত হইবে কমিউনিজম ততই প্রসার লাভ করিবে। কমিউনিজম যত

প্রসার লাভ করিবে পরিপূর্ণ অসুরবাদীয় মক্কাবাদ তত দ্রুতগতিতে ভারতকে গ্রাস করিবে। শক্তিবাদ ভারতে ভাল ভাবে প্রচারিত হইলে অতি অল্প সময়েই বিনা রক্তপাতে সমস্ত অসুরবাদই নির্মূল হইয়া যাইবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনা রক্তপাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই শক্তিবাদ।

যাইহোক আমাদের মূল বক্তব্য হইল যে ছেলেরা বা মেয়েরা যখন ধ্বংসের পথে যায় তখন তাহারা কোন গুরুজনের কথা শোনে না। আবার একটা দেশও যখন ধ্বংসের পথে যায় তখন নেতারাও কোন মহাপুরুষের কথা শোনে না। তবুও আমরা শক্তিবাদ প্রবর্ত্তক স্বামীজির পত্রিকার জন্য লেখাটি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করিলাম। আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন এই লেখার মধ্যে কি দোষ আছে, যার জন্য গণতান্ত্রিক দেশে একজন আবাল্য ব্রহ্মচারী তপস্বী সন্ন্যাসীর লেখা প্রকাশ করা যায় না?

শক্তিবাদ শিষ্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য স্বামিজী ধর্ম্মশিক্ষা বই লিখিয়াছিলেন। সেকুলার ও ধর্ম্মহীন কথার অর্থ যদিও একই তবুও সেকুলার সরকারের আমলে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা বইটি পাঠ্য তালিকায় স্থান পায় এবং সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দি ও বাংলায় পড়াশোনাও আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্তমানে ধর্ম্মহীন সরকার পাঠ্য-তালিকায় ধর্ম্মশিক্ষা বইটি তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিলেও ছাত্রছাত্রীদের পড়ার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্ম্ম মানবের মানসিক শাসন বিভাগ। সেই মানসিক শাসন বিভাগকে বন্ধ করিয়া দিলে সমাজ নির্লজ্জ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়। এই বুদ্ধি যাহাদের নাই, তাহাদের দ্বারা সুস্থ সমাজ গঠন কি সম্ভব? লাঠির জোরে পশু বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। ''শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্''। স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছাড়া মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে পারে না।

পৃথিবীর আদি উৎসব - ''রথযাত্রা'' ও শরীর তত্ত্বের শক্তিবাদ ভাষ্য

একটি রথকে উপমা করিয়া রাজর্ষি যম স্বীয় শিষ্য নচিকেতাকে যে আত্মজ্ঞানের ধারা বুঝাইতে ছিলেন, উহার ক্রমোন্নত বিকাশের ধারায় ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, বুদ্ধি, সব স্তর অতিক্রম করিয়া 'মহানাত্মার' স্তরে আসিলেন। পৃথিবীর অনেক মূর্খই হিন্দুদের আত্মোন্নতির পথে মূর্তির পরিকল্পনাকে নিন্দা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অহিন্দু ধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা নামধারী ভয়ঙ্কর মূর্খগণও এই দুষ্কার্য হইতে বিরত হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, অহংকার আশ্রিত দুর্বলবাদ, ধর্মের ভণ্ডামী এবং অহংকার

আশ্রিত অসুরবাদ ধর্মের গুণ্ডামী হইতে যাহারা বিরত হইয়া বহু তপস্যায় আত্মনিয়োগ করে নাই, এমন কোন সাধকই কোন যুগেই মহানাত্মা স্তরের সন্ধান করিতে সক্ষম হইবে না। 'মহানাত্মা' স্তরের উপরেও অনেক স্তরের কথা যমরাজা প্রকাশ করিতেছেন। আমরা পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে সে সব তত্ত্ব কথার আলোচনা করিব।

১। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেব চ॥ ৫৭॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী, মনকে লাগাম জানিবে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ''দেহতত্ত্ব'' বিষয়ে বলা যাইতেছে। রথী, রথ, সারথী এবং লাগামের সঙ্গে তুলনা করিয়া আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে।

ভারতের সর্বত্র রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত আছে। পুরীর জগন্নাথধামে রথযাত্রা উৎসব ভারতের আত্মতত্ত্ব ও বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠ উৎসব। আত্মাকে বুঝাইবার জন্য এই উৎসব যে কত মহান, তাহার তুলনা নাই। পাঠক ক্রম বিকাশের ৪র্থ খণ্ডে মস্তিষ্ক চিত্র এবং গুরুপাদুকা চিত্র দেখুন। গুরু পাদুকা তত্ত্বে অবলালয় (শক্তিপীঠ), বিন্দু, নাদ, কলা এবং সেখানে আত্মার পাদপীঠের যে সব অদ্ভুত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সে সব বার বার আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন, মস্তিষ্কের মধ্যে আত্মার অবস্থান কোথায়। মন স্থান, বুদ্ধি স্থান এবং সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলি এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডব্যাপী কেন্দ্র ও নাড়ীমণ্ডলীর অদ্ভুত কার্যধারা বুঝুন এবং বেদ যে দেহতত্ত্বকেই কেন্দ্র করিয়া আত্মানুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়াছেন উহার সিদ্ধান্ত অনুধাবন করুন। যাঁহারা মনে করেন, সর্বধর্মবাদ কোন বাস্তববাদ, কোন বাস্তবতত্ত্বজ্ঞান, তাঁহারাও বুঝিতে চেষ্টা করুন, মূর্তিবাদ আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার কিরূপ অদ্ভুত এবং সঠিক বৈজ্ঞানিক আত্মবিকাশ পথ এবং মূর্তিভঙ্গ রূপ গুণ্ডামীর ধর্ম কেবল বর্বরতারই লীলা নিকেতন কিনা। দুষ্টদের দুষ্টতাকে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ না দিয়া উহাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য, সেকুলারিজম সর্বধর্মবাদ যে শ্রেষ্ঠতম মূর্খতা, উহাতে সন্দেহ নাই।

'নাগেশং দারু কাননে'

নাগেশ শিব দারু কাননে আছেন।
বামে সদঙ্গে নগরে অতিরম্যে
বিভূতিমাঙ্গং বিবিধশ্চ ভোগৈঃ।
সদ্ভক্তি মুক্তিপ্রদ মিশমেকং,
শ্রী নাগনাথং শরণ্যং প্রপদ্যে।

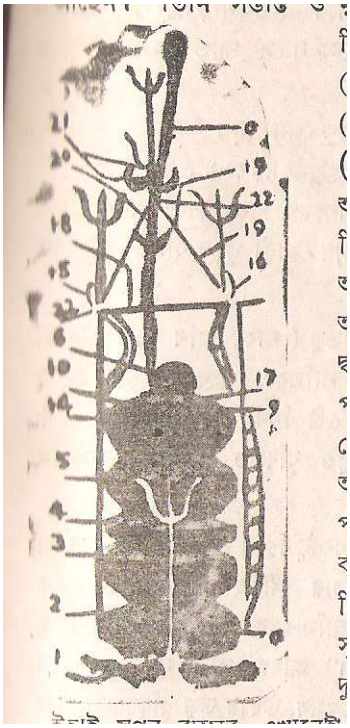

নাগেশ শিব সদঙ্গ নগরে (মস্তিষ্কস্থিত শিবপিণ্ড ও মেরুচক্রে) যাহা অতীব রমণীয়, সেখানে অবস্থিত আছেন। তাঁহার অঙ্গ বিভূতি দ্বারা পরিপূর্ণ। বিবিধ প্রকার ভোগ্যবস্তুতেও তিনি অলঙ্কৃত আছেন। তিনি সদ্ভক্তি ও মুক্তিদাতা একমাত্র ঈশ্বর। এমন নাগেশ শিবের আমি শরণাপন্ন আছি।

(১) মূলাধার (২) স্বাধিষ্ঠান (৩) মণিপুর (৪) অনাহত (৫) বিশুদ্ধাখ্য (৬) শিবপিণ্ড (৯) প্রাণকেন্দ্র (১০) মনোকেন্দ্র (১৪) আজ্ঞাচক্র (১৫, ১৬) সর্প দুইটি (১৯, ২০) ত্রিশিখা, হ, ল, ক্ষ - এই নাদস্থান হইতেই অমৃত রস ক্ষরণ হয়। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য ও অস্থরনাশ কার্য্যে বীর্যদানকারী রস। (২১) দ্বন্দ্ববিন্দু - ইহাই ঊর্দ্ধরেতা পীঠ। এই পর্যন্ত অনুভূতি আসিলে ব্রহ্মচর্য্য ও যৌনভোগ এক রেখায় আসে। এখানে অনুভূতি আসিলে সৃষ্টি হয় না। আজকাল সমস্ত পৃথিবীতেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে। কিন্তু ঋষিরা ইহা নিয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। এই সৃষ্টিহীন ভোগ নরনারীকে সবল করে, দুর্ব্বল করে না। (০) সর্পাকার শক্তিস্তর, ইহাই সগুণ ব্রহ্মস্তর, এখানেই নির্গুণ ব্রহ্মস্তর।

ওঁ স্থিত্বাস্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।
শান্তে স্বান্ত প্রলীনে প্রকটিত বিভবে জ্যোতিরূপে পরাক্ষে।
লিঙ্গং তদব্রহ্মবাচ্যং সকলতনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।
(শিবাপরাধ স্তোত্রম্)

যাহা প্রণবময় এবং যাহা জীবনীশক্তিরূপে সুষুম্নামার্গে কুণ্ডলিনীশক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, যাহা মনকে শান্ত করিয়া অহংরূপ আত্মভাবকে প্রলীন করিতে সমর্থ, যাহা অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার, যাহা জ্ঞানময়, যাহা পরম ব্রহ্ম নামে খ্যাত, যাহা সমস্ত জীবে

(ব্রহ্মনাড়ীরূপে) অবস্থান করিতেছেন, যাহা মঙ্গলময় এবং যাহা ব্রহ্ম নামে খ্যাত এমন লিঙ্গকে আমি স্মরণ করি নাই।

৪। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াঁ স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেতাহুর্মনীষিণঃ॥ ৫৮॥

ইন্দ্রিয়গণকে ঘোটক, বিষয়গণকে বিচরণ স্থান, আত্মা যখন ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত থাকেন, তখন আত্মাকে মনীষিগণ, ভোক্তা-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। ঘোটকরূপ ইন্দ্রিয়তত্ত্ব (বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, গুহ্য, ইহারা ৫টী কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, ইহারা ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়), ঘোটকের বিচরণ স্থান ৫টী বিষয়; যথা - গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; ইহা ভিন্নও বুদ্ধিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং ভোক্তারূপ আত্মতত্ত্বও বুঝিতে হইলে অনেকখানি তপস্যারও প্রয়োজন হইবে।

রথযাত্রীদিগকে এক পয়সা মূল্যে একটু চিনি ও একটি কলা লইয়া রথস্থিত জগন্নাথ মূর্তিকে নিবেদন করিবার আগ্রহ দর্শন করিয়া এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন - ''মূর্তি কহে আমি দেব, রথ কহে আমি, কলা কহে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।'' আমরা বলি, মূর্খ হে! যে আত্মতত্ত্বকে বুঝাইবার জন্য ''রথযাত্রা'' উৎসব, উহার তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তোমার যতটা তপস্যার প্রয়োজন, সেটা আয়ত্ত করিতে হইলে এখনও অনেক জন্মের পাড়ি দিতে হইবে। রথযাত্রা উৎসবে ছোট ছোট বালক বালিকাদের মধ্যে যেরূপ ব্যাপকভাবে রথটানা ও রথ দেখার উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, উহা দেখিয়া আমি কিন্তু বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কারণ ইহারাই কলাদর্শী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগকে ভালভাবেই ''কলা দেখাইয়া'' হিন্দুর মূর্তিবাদ ধর্মে আত্মানন্দের সরল উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

৫। যস্তবিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥ ৫৯॥

যে জন অবিজ্ঞানসম্পন্ন মানব, মনের সঙ্গে যাহার বিজ্ঞান (বা বিবেক) যুক্ত নহে, অর্থাৎ যে আত্মচিন্তা করে না, দুষ্ট অশ্ব সমন্বিত সারথির মত তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত থাকে।

যে অবিজ্ঞান (বিবেকহীন) হয়, মন যাহার বিবেকসংযুক্ত থাকে না, তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত থাকে, দুষ্ট অশ্বসমন্বিত সারথির সহিত তাহার তুলনা করা যায়।[1]

শক্তিবাদ ভাষ্য। এই মন্ত্রে আত্মবিকাশ লাভে সাধনার যেসব ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে সেগুলি রথযাত্রার সময়কার রথ টানার মতন নহে। রথ চালনা বা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে প্রথমে নিজের ঘোড়াকে গাড়ী টানার কার্যে শিক্ষা দিতে হয় এবং

[1] প্রকাশকের নিবেদন - এই শ্লোকটি মূল পাঠে পরপর দুইবার দৃষ্ট হয়। দুইবারের দুইটি বঙ্গানুবাদ দুইটি অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। অধিকন্তু, শক্তিবাদ ভাষ্যের প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রথমবারের শক্তিবাদ ভাষ্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়বারের ভাষ্য।

ঘোড়াগুলিকে বশীভূত করিতে হয়। বাজার হইতে ঘোড়া খরিদ করিয়া লাগাম পড়াইয়া গাড়ীতে জুড়িয়া দিলেই ঘোড়া কিন্তু মনের মতন পথে গাড়ী টানিবে না। এখানে মন্ত্রে স্পষ্ট বলিতেছে, মনকে আত্মা ও বিবেক বা বিজ্ঞান সংযোগে সংযুক্ত রাখিয়া বশীভূত করিতে হইবে এবং ঘোড়াগুলিকেও বশীভূত করিতে হইবে। রথটানা, কলাবেচা, রথ দেখা, আত্মজ্ঞানের বাহ্য ইঙ্গিত মাত্র; তোমাকে ভালভাবে সাধনার অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা সনাতন আর্য-ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম। ইহা কোন কাফেরবিদ্বেষ দ্বারা বদমাইস ও মূর্খগণকে খেপাইয়া ও তাহাদের দ্বারা লুট করাইয়া রাজ্য গড়ার ধর্ম নহে, ইহা ধনী ও বিত্তবানের বিরুদ্ধে ''ক্লাশ এণ্টি কনইজম'' চালাইয়া নিজ দলের রাজ্য গড়িয়া সমাজকে ও জনতাকে কলা দেখাইয়া দেওয়ার ধর্ম নহে। বৈদিক ধর্ম কোন অসুরবাদ বা দুর্বল ধর্ম নহে; ইহা দেশ ভাগ করিয়া কোটী কোটী হিন্দুকে দুঃখ লাঞ্ছনায় ডুবাইয়া দিয়া সুখে রাজ্য করা ও মুখে বড় বড় মিথ্যাকথা বলিয়া পত্রিকার পাতা কালা করিয়া মূর্খতার ব্যবসা করা নহে। বৈদিক ধর্ম অফুরন্ত শক্তিবাদমূলক বীরের ধর্ম। এ বিষয়ে আমরা পূর্বে অনেক মন্ত্রে ইহার স্বরূপ স্পষ্ট করিয়াছি, পরে আরও করিব। তোমরা এতটা ভাবিয়া রাখিও, ভারতের বুকে বেশীদিন দুর্বলবাদ ও অসুরবাদ চলিবে না। ধর্মের নামেও এই অসুরবাদ ও দুর্বলবাদের ভণ্ডামীর লীলাখেলা বেশীদিন চলিবে না। ''মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি'' এবং ''প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের দিন'' আর বেশীদূরে নাই। শক্তিবাদীরা সাবধানে অগ্রসর হও, এবার ভারতে শক্তিবাদের আবির্ভাব হইলে, ইহা যেন কোনও যুগেই আর লুপ্ত না হইয়া যায়, এজন্য শক্তিবাদীরা কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে শক্ত হও। যজ্ঞ, পূজা ও ধর্মানুষ্ঠানে ঋষিগণ ভারতের দশদিকে শক্তিবাদী (দিকপালদের) মহাবীরদের পূজা করিবার বিধান প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন; ভারতকে সেই সম্মানে যুগ-যুগান্তর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। বিশ্বকে শক্তিবাদের মহান আদর্শ শিক্ষাদান করিয়া বিশ্বে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ''রথ দেখিলাম ও কলা বেচিলাম'' নামক ধর্মের কথা রথযাত্রারূপ বৈদিক ধর্ম নহে। বৈদিক ধর্মের রথযাত্রা আত্মসংযমের মধ্য দিয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা। রথযাত্রা উপলক্ষ্য মাত্র।

ভারত ভাগ হইয়া ভারত স্বাধীন হইবার পর ভারতকে ধর্মসম্বন্ধহীন রাষ্ট্র করা হইয়াছে। ইহার ফলে দুষ্ট অশ্বসমন্বিত সারথির মত, নেতাগণকে দিকে দিকে উচ্ছৃঙ্খল জনতা ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজ লইয়া ভয়ঙ্কর ধ্বংস ও দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সাধারণ মানব হইতেও রাজা ও রাষ্ট্রনায়কদের অধিক আধ্যাত্মবাদী ও বিবেকধর্মী হওয়া প্রয়োজন। মক্কার বর্বরতা ও মস্কোর কম্যুনিজমের মোড়কে ভারত শাসনের ফল নিশ্চয়ই সুফল দিবে না।

৬। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬০॥

যিনি বিজ্ঞানবান হন, মনও যাঁহার বিবেকসংযুক্ত থাকে, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সারথির সৎ অশ্বের মতন বশীভূত থাকে।

শক্তিবাদ ভাষ্য। রথের সারথি ও অশ্বের উপমা করিয়া কি ভাবে একজন আত্মবাদীকে সংসারে বিচরণ করিতে হইবে, উহার নির্দেশ অনেকগুলি মন্ত্রেই বলা হইতেছে। রাজর্ষি যমরাজা কিরূপ আত্মবাদিতা ও বিবেকবাদিতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মন্ত্রগুলিতে ইহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। যাহারা মক্কাবাদ তোষণ, কম্যুনিজম ও সোসিয়ালিজম-এর নরক সৃষ্টি করিয়া ভারতের সর্বনাশ ও নেতৃত্ব করিতেছে, তাহারা ভাব, তোমরা স্বর্গের দেবতা, নাকি নরকের কীট। ইন্দ্র ও যম প্রভৃতি মহান নেতাগণ কেহই কর্মহীন ছিলেন না, তাঁহাদের আদর্শ ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ভারত এবং বিশ্বের কল্যাণ হইবে। সেকুলারিজম যে হিন্দুর বেশধারী প্রচ্ছন্ন মক্কাবাদীয় দুষ্ট বুদ্ধির লীলাখেলা, ইহা স্পষ্ট হইবেই।

৭। যস্ত্ব বিজ্ঞানবান্ ভবত্য মনস্কঃ সদা শুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥ ৬১॥

যে অবিজ্ঞানবাদী, যে অমনস্ক, যে সদা অশুচি, সে সেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয় না, সে সংসারগতি (অর্থাৎ হীনগতি) প্রাপ্ত হয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য। যে আত্মচিন্তাপরায়ণ নহে, অর্থাৎ সমনস্ক নহে, তাহাকে অশুচিঃ বলা হইয়াছে। আত্মচিন্তাপরায়ণ হইয়াও কর্ম করা যায়, আবার কাফের বিদ্বেষ, ধনী বিদ্বেষ এবং অধ্যাত্মবাদী ধার্মিক বিদ্বেষের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়াও কর্ম করা যায়। আবার মনে ভয়ঙ্কর বেদবাদের শত্রু থাকিয়া, মুখে আত্মবাদের কথা বলিয়া, সুযোগ তালে ধাপ্পা দিবার মতলব আঁটিয়াও মূর্খের নিকট ভাল মানুষের মত কর্ম করা যায়। আত্মবাদ কিন্তু কখনও অসুরবাদ এবং দুর্বলবাদ সহ্য করে না।

৮। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ৬২॥

যিনি (রথী) বিজ্ঞানবান, যিনি সমনস্ক এবং সদা শুদ্ধ, তিনি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আর জন্ম হয় না।

শক্তিবাদ ভাষ্য। আত্মসংলগ্ন মহান কর্মীরা এই ভাবেই কর্ম করিতে থাকেন, ক্রমে তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্মভোগ ক্ষীণ হইয়া শরীর ত্যাগ হয়, সে সঙ্গে তাঁহার সংসারগতিও শেষ হইয়া যায়। আত্মচিন্তাপরায়ণগণের ব্রহ্মগ্রন্থি (আশার গ্রন্থি), বিষ্ণুগ্রন্থি (মোহগ্রন্থি) ও রুদ্রগ্রন্থি (অহং গ্রন্থি) ভেদ হইবার পরও বহুদিন প্রারব্ধ কর্মবেগ থাকিয়া যায়। ধীরে ধীরে উহা ক্ষয় হইয়া যায়। একটা ঘড়িকে আর দম না দিলে সে দমের শেষ পর্যন্ত চলিয়া সে আপনি স্তব্ধ হইয়া যায়। যতদিন গ্রন্থি ভেদ হয় না, ততদিন পুনঃ পুনঃ কর্মবেগের দম স্বতঃই হইতে থাকে। গ্রন্থিভেদ হইবার পর কেবল প্রারব্ধ বেগ মাত্র থাকে, নূতন কর্মের দম আর থাকে না; এই ভাবেই কর্মবেগ ও সংসার গতি শেষ হয়।

৯। বিজ্ঞান সারথি র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৬৩॥

বিজ্ঞান যাঁহার (যে রথীর) সারথি. মন যাঁহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের সংযমিত করিবার রজ্জুরূপী, তিনি সংসারে থাকিয়াও শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপদ (ব্যাপক ব্রহ্মপদ) প্রাপ্ত হন।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বিবেকসম্পন্ন সারথিকেও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইলে অনেক লম্বা তপস্যা করিতে হয়। বিষয় জগতে বিচরণ করিয়া মন যতটা আরাম বা আনন্দ পায়, বিজ্ঞান ও স্থৈর্য জগতে মনের প্রতিষ্ঠা হইলে আরাম ও আনন্দ হাজার গুণ অধিক হয়। তপস্যার প্রভাবে সে অবস্থা না আসিলে, মন ঐ ভাবে স্থিত থাকিবে কেন?

১০। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ৬৪॥

ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা অর্থ সকল শ্রেষ্ঠ। অর্থ সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি অপেক্ষা মহানআত্মা শ্রেষ্ঠ।

শক্তিবাদ ভাষ্য। বাক্ পাণি পাদ উপস্থ গুহ্য - এরা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক - এরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থগণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম - এরা পঞ্চ স্থূল অর্থ, গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ - এরা পঞ্চ সূক্ষ্ম অর্থ বা তন্মাত্রা (দ্রষ্টব্য ক্রমবিকাশ ৫ম অধ্যায়)। অর্থগণ অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। মন অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। মনোময় কোষে বিষয় (অর্থ সংস্পর্শে) সম্পর্কে ভ্রমণকারী অংশের নাম 'মন'। অর্থাৎ মনোময় কোষের অত্যন্ত চঞ্চল অংশের নাম মন। মনোময় কোষের অত্যন্ত স্থির ও নিশ্চয়াত্মক অংশের নাম বুদ্ধি। মন অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার কারণ ইহা বিষয়ের সংস্পর্শে ভ্রমণ করে। বুদ্ধি বিষয় সংযোগকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং ইহাতে আত্মার স্থৈর্য প্রতিভাত হয়। মনোময় কোষের চার ভাগের কথা আমরা ক্রমবিকাশ গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি। মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার ইহারা মনোময় কোষের চারিটি অংশ। অহংকার মানে আমিত্ব। আত্মা ব্যাপক এবং সকলের মধ্যে একই তত্ত্ব। অহংকার আত্মার মধ্যে অজ্ঞানমূলক 'আমিত্ব'। এই আমিত্বে অহংকার, অস্থর ভাব এবং দুর্বল ভাব আশ্রিত থাকে, কিন্তু 'মহানাত্মা'য় দুর্বল ভাব এবং অস্থর ভাব থাকে না। আমিত্বহীন নির্মল আত্মা সমস্ত প্রকার তত্ত্ববোধের বোদ্ধা। ইহা বিশুদ্ধ আত্মারই একটা সগুণ ভাব। এই মহানাত্মা বিজ্ঞানময় কোষের তন্মাত্রা তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের বোদ্ধা। ইহা আত্মারই সগুণ অবস্থা। তন্মাত্র স্তরে এবং মহত্তত্ত্বে ইনিই বোদ্ধা। ইহা নির্মল আত্মা হইতে পৃথক কোন তত্ত্ব নহে। মহানাত্মাই মহত্তত্ত্ব ও তন্মাত্রা তত্ত্বের জ্ঞাতা।

(শক্তিবাদীয় নবদুর্গা পূজার শেষাংশ)

মহাজনের বাণী

আবে সম্বৎ বিশা, নরহে ঈসা ন রহে মুসা॥

অর্থাৎ বিংশ শতাব্দী আসিবার পর ঈসা (ইংরেজ) এবং মুসা (মুসলমান) ভারত হইতে চলিয়া যাইবে। ঠিক ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৭ সনে (দ্রঃ পঞ্জিকা) সম্বৎ বিশা আসিয়া গিয়াছে। ভারত হইতে ঈসা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অসুরের গুলামরা হিন্দুর ভারতে সেকুলারিজমের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া মুসাগণকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। 'সেকুলারিষ্টরা' মুসলমানগণকে ভারতে জিয়াইয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করাইবার আসুরিক নীতি ভালভাবেই চালাইতেছে। মুসলমানদের দাবীতেই ভারত ভাগ হইল মুসলমানদের নিষ্কাশন হইল না কেন?

উত্তর বঙ্গের গুর্খারা ভারতীয় কনষ্টিটিউশনকে ভাঙিয়া দিবার জন্য প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। সেকুলারিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও মুসলমানরা ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে।

মহাপুরুষদের বাণী যদি ভুল হইত তবে ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া যাইত না। বহুদিন আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি যখন ভারতের উত্তরভাগ (বিষ্ণুক্রান্তা) হইতে এই রব উঠিবে যে ''ভারতের বর্ত্তমান কনষ্টিটিউসন যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক ও বে-আইনী।'' যাহারা ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্থান করিল তাহাদিগকে যতদিন নিষ্কাষণ না করা হয় ততদিন ইলেক্সন করা বন্ধ রাখিতেই হইবে। গুর্খারা সেই ন্যায় সঙ্গত দাবীই তুলিয়াছে। ইংরেজ যাওয়ার সময় পাকিস্থান মুসলমানদের জন্য করিয়া দিয়াছে। মুসলমানগণকে পাকিস্থানে যাইতেই হইবে। নয় তো ইলেক্সন বন্ধ রাখিতে হইবে। এইজন্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন কর এবং ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি কর।

যে নীতিতে পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছে ভারতীয় কনষ্টিটিউসন সেই নীতি ভঙ্গ করিয়াছে। বাঙালী হিন্দু এবং ভারতীয় হিন্দুরা গুর্খাদের দলে হাত মিলাও। কম্যুনিষ্টবাদী, পুলিশ ও C.P.M. এর বন্দুকে এই মূলনীতি বা মহাজনবাণী রুদ্ধ করিতে পারিবে না। আমরা দুঃখিত যে ভারতকে অহিন্দুর তিনটি দল সর্বনাশের পথে নামাইয়াছে। গান্ধী প্রতিষ্ঠিত খিলাফৎবাদী কংগ্রেস, নাস্তিকবাদী কম্যুনিষ্ট এবং ভারতভাগকারী বিজাতীবাদী ১৪০০ বৎসরের অত্যাচারী মুসলমানগণ এক দলে এবং দেবতার উপাসক হিন্দু জনতা অন্য দলে দাঁড়াইবে অথবা ভারত হইতে হিন্দুধর্ম ও অধ্যাত্মধর্ম বিলুপ্ত হইবে। ভারতীয় কনষ্টিটিউসন ও বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন রেখা গুর্খা আন্দোলনে দেখা দিয়াছে উহাতে সংগ্রামী হিন্দু ও ভারতীয় হিন্দুরা শীঘ্রই গুর্খা হিন্দুদের সঙ্গে সহমত হইবে। কনষ্টিটিউসনের মূর্খতায় ভারত রক্তগঙ্গায় প্লাবিত হইবে। গুর্খা আন্দোলন ''মহাজনের বাণী'' অধ্যাত্ম ভিত্তিতে নবীনবিশ্বগঠনে সহায়ক হইবে।

ভারত এবং পৃথিবীর কোন স্থানে ১৪০০ বৎসরের মুসলমানের গুণ্ডামী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, সকলের উত্তর একই; মুসলমান সমস্ত পৃথিবীর সমস্যা। স্বামী বিবেকানন্দও ঐ কথা বলিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে শিবের বাণীতে এই কথার মীমাংসা বলা আছে। শিব বলিয়াছেন দ্বাদশ শিব লিঙ্গ দর্শন কর এবং কুমারী পূজা কর। ম্লেচ্ছ যবন ধ্বংস হইবে। দশ অবতার ও শাস্ত্র কথায়ও ইহার উত্তর আছে। ''বিষ্ণু কল্কী শরীর ধারণ করিবেন ও ম্লেচ্ছগণকে নির্ম্মূল করিবেন''।

তন্ত্রশাস্ত্রে অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা এবং বিষ্ণুক্রান্তার কথা আছে। সমগ্রহিমালয় এবং উত্তরস্থিত সমস্ত দেশগুলিই বিষ্ণুক্রান্তার দেশ। হিমালয় হইতেই বিষ্ণুক্রান্তা আরম্ভ হইয়াছে। গুর্খাভূমি, আসাম, কাশ্মীর, লাডাক, জম্বু সবই বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত। ভারতভূমির মধ্যবর্তী সমতল ভূমিকে রথক্রান্তা বলা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত অশ্বক্রান্তার অন্তর্গত দেশ। এই অশ্বক্রান্তা হইতেই অশ্বারোহী ও কৃপাণধারী কল্কী অবতারের আবির্ভাব হইবে।

ইংরেজ চলিয়া যাইবার পর রথক্রান্তার হিন্দুরাই ভারতে মুসলমান তোষণ প্রবল করিয়াছে। ইহার কারণ রথের মস্তিষ্ক (চিন্তাশীলতা) নাই। ইহার ফলে যবনের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুর্খাদের উত্থান আমরা বিষ্ণুক্রান্তাবাসীদের উত্থানের কেন্দ্র বলিতে পারি। কম্যুনিষ্টবাদী ভারতভাগকারী ও খিলাফৎপন্থী ভারত ভাগকারীদের কথায় নাচিও না। শিবের বাণী অনুসরণ কর, কুমারী পূজা কর এবং দ্বাদশ শিবলিঙ্গ দর্শন কর। ম্লেচ্ছবাদ ধ্বংস হইবে।

১৯৮৪ সনে আমেরিকায় অবস্থানকালে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষ্যে আমি কুমারী পূজা করিয়াছিলাম। কুমারীর বাণী ''শক্তিবাদীয় নবদুর্গা পূজা'' পুস্তিকায় দ্রঃ।

কুমারী পূজার কথা চণ্ডীর নবদুর্গাপূজায় স্থান পাইয়াছে। নবদুর্গাপূজার প্রথম শৈলপুত্রী - শৈলপুত্রী মানে হিমালয়ের কন্যা। শক্তিবাদমঠের প্রথমবারের নবকুমারীদের চিত্র আছে। দ্রঃ World Conqueror – Part II. সেই চিত্রে একটি নবজাতিকা কন্যার ছবিও আছে। এই বালিকা জন্মকাল হইতে দুধ ও ফল আহারিণী ছিলেন, কিন্তু বয়স হইবার পরে তিনি অন্ন ও রুটি আহার করিতেন। তিনি আজ পর্যন্ত কখনও আমিষ আহার করেন নাই। তিনি এখনও ব্রহ্মচারিণীর মতোই জীবনযাপন করেন। তিনি হিন্দুগণকে বাল্যকাল হইতেই মিলিটারী নিয়মে শিক্ষিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং ভারতকে কাশ্মীর লঙ্কা ইষ্ট ইণ্ডিজ বালী প্রভৃতি দেশকে শক্তিবলে জয় করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের আদেশ দিয়াছেন। ১৯৮৪ সনের দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় সেই কুমারীকে আমি, শক্তিবাদ স্বামী যথাবিধি পূজা করিয়াছি এবং চণ্ডীবিহিত কুমারী পূজায় স্তোত্র (নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ ইত্যাদি) পাঠ করিয়াছি। সেই পূজায় কিছু বাঙ্গালী হিন্দু, আমেরিকান খৃষ্টান এবং শিখ যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময় কুমারী তাঁর বাণীতে যুদ্ধের ইসারা দিয়াছিলেন।

এখন সেই কুমারীর বয়স প্রায় ৯ বৎসর হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার পিতা মাতা ও তিনি নিজে পত্রের দ্বারা কুমারী পূজার আরও অগ্রবর্ত্তী স্তরের কথা জানিতে চাহিয়া স্বামীজিকে পত্র দিয়াছেন।

এই কুমারী হিন্দুসমাজে রণবাদ্যের (ঘণ্টা) ডঙ্কা বাজাইতে চান। কিন্তু নবদুর্গাপূজায় দেখা যায় ভারতীয় সব নেতারাই (কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট) কুষ্মাণ্ড হইয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর কোন দেশ ও নেতাই ইহাদের কোন কথারই মূল্য দেয় না।

নবদুর্গার পঞ্চম স্তরে স্কন্দমাতার কথা আছে। এতদিন দেখা যাইত হিন্দুসমাজের পথে ঘাটে ছোট ছোট কুমারীদের দেখিয়া যুবকেরা কুৎসিত টিটকারী দিতেন। কেহ উহার প্রতিবাদ করিলে কোথাও মারামারি ও খুনোখুনিও হইয়া যাইত। কোথাও কখনও যদি দেখা যায় কুমারী দর্শনে যুবকদের শ্রদ্ধার মনোভাব দেখা দিয়াছে তবে জানিতে হইবে কুমারীদের মধ্যে স্কন্দমাতার (গণেশ জননী) প্রভাব পড়িয়াছে। যুবকগণ ইহা বুঝিতে পারে, এই স্কন্দ মাতাই কাত্যায়ণী। ইনিই বৃন্দাবনে গোপিণীগণের মনে কামহীন ভালবাসার রূপ দান করিয়াছিলেন। নবদুর্গার সপ্তমমূর্ত্তি হইতেছে কালরাত্রি - এই কালরাত্রি হইতেছেন শঙ্খচক্র ত্রিশূল ও কৃপাণ ধারিণী শক্তিমূর্ত্তি।

হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সাধকগণ সমাজের মধ্যে অত্যাচারের বীজ ধ্বংস করিবার জন্য অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিবার জন্য ঊর্দ্ধমুখে ধারণ করিয়াছেন। ইহাই মায়ের কালরাত্রিরূপ। অষ্টমে তিনি মহাগৌরী দক্ষকন্যা গৌরী যখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি নিজেই নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপা। নবদুর্গার ইহাই বিশুদ্ধ রূপ।

এই রূপেই তিনি সমাজকে অসুরের বিরুদ্ধে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহার ফলেই সমাজ যে সতীনারীর উপর অগ্নিদান, বহু শত্রুর বর্ব্বরোচিত আক্রোশ যা নিত্যঘটিত হইতেছে তাহা আর থাকিবে না। আমাদের দেশে এখন নবদুর্গার পূজা খুব চলিয়াছে। আমরা এইজন্য নবদুর্গার রহস্য এইখানে উদ্ঘাটন করিলাম। আমরা হিন্দুগণকে শক্তি উপাসক হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবতার স্তুতির পর দক্ষকন্যা পর্বতের চূড়ায় আসিয়া বসিলেন। তাহার শরীর মুখের উপর দিব্য জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইল।

শুম্ভ নিশুম্ভের চরগণ দেবীর এই সুন্দর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দেবীকে বলিলেন তুমি এত সুন্দরী ও এত দিব্যপ্রভাসম্পন্না যে, তোমার এইভাবে একা থাকা পোষায় না। তুমি আমাদের রাজা শুম্ভ বা তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভকে বিবাহ কর ও সুখে রাজত্ব কর। দেবী বলিলেন যে আমি বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব। শুম্ভ নিশুম্ভের দূত দেবীকে অনেক বুঝাইয়াও টলাইতে পারিলেন না। দূত শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে গিয়া দেবীর কথা বলিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভ বলিলেন তোমরা দেবীকে খুব নম্রভাবে বুঝাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবে। যদি না আসে কেশাকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিবে। কিন্তু দূতগণ দেবীর নিকটে যাইয়া খুব নম্রভাবে কথা বলিয়া অকৃতকার্য হইলেন। তখন তাঁহারা বলপ্রয়োগের পথ লইলে দেবীর কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হন। ইহার পর শুম্ভ নিশুম্ভ বহু সৈন্য ও অস্ত্রাদিসহ দেবীকে আক্রমণ করিলেন। দুইপক্ষে প্রবল যুদ্ধ হইল। অসুরেরা সকলেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার পর চণ্ডমুণ্ড বধ ও রক্তবীজ বধ হইল।

অবশেষে শুম্ভ নিশুম্ভও নির্মূল হইল। শিব যে কুমারী পূজার কথা বলিয়া ছিলেন, আমি অতি সংক্ষেপে উহার আভাষ উদ্ধৃত করিলাম। গুর্খারা যে পথে নামিয়াছে সেইপথে আত্মরক্ষার জন্য সব বাঙ্গালী হিন্দু ও ভারতীয় হিন্দুরা হয়ত গুর্খাদের হাতে

হাত মিলাইবে এবং কংগ্রেস (খিলাফৎবাদী) কম্যুনিষ্ট (নাস্তিকদল) ও ১৪০০ বৎসরের অত্যাচারকারী মুসলমান একদিকে দাঁড়াইবে। ইহার পরিণতিতে হয়ত ভারতে রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইবে।

গুর্খাদের গুরু হইতেছেন ন্যায় মুনি। তিনি ভারতকে যবনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য নেপালের পশুপতি নাথ পীঠে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সেই সময় নেপালে বহু ছোট ছোট দলপতি ছিলেন। তাঁহারা সর্বদা পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদও করিতেন। ন্যায়মুনি রাজপুতানা হইতে একজন রাজপুত্রকে আনিয়া নেপালের অধীশ্বর করিলেন। তিনি গুর্খাদিগকে হাতে কুকরি দিয়া যোদ্ধাজাতে পরিণত করিলেন। নেপালীরা এখনও গুর্খা ও বাহাদুর নামে পরিচিত। ইহারা সারা বিশ্বে নির্ভীক যোদ্ধা বিশ্বাসী সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। ন্যায়পাল হইতেই নেপাল। ন্যায় মুনি কাটমুণ্ডাকেই নেপালের রাজধানী করেন। দেবী ছিন্নমস্তাই কাটমুণ্ডা। জ্যোতিষ মতে ইনি ম্লেচ্ছ ও যবন ধ্বংসকারিণী মহাশক্তি। খৃঃ ১৩৩৯-৭৯ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ইলিয়াস সাহ নেপালের কাটমুণ্ডার মন্দির ধ্বংস করেন। ইহার পর ইংরাজরাও নেপাল আক্রমণ করেন। নেপালের রাজা ইংরেজদের হাতে নেপালে বহু অংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এখন উত্তর ভারত ও উত্তরবঙ্গ বলিতে যে অংশটুকু দেখা যায় তাহার অনেক অংশ নেপালেরই অঙ্গ ছিল। গুর্খাদের এই আন্দোলনের মূলে ন্যায়মুনির প্রভাবই বিদ্যমান। C. P. M. সরকার উত্তরবঙ্গের হিন্দুগণকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। গুর্খা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কিরূপ ধারণ করিবে ইহা ন্যায়মুনিই হয়ত জানেন।

যবন যজ্ঞ
(Purification of Yavanas)

এবার আমরা যবন যজ্ঞ সম্বন্ধে কিছু বলিব, যবন যজ্ঞ জনমেজয়ের সপ যজ্ঞের মত কোন অনুষ্ঠান নয়, ইহা একদল ভ্রান্ত বিশ্বাসবাদীদের সংস্কারের চেষ্টা করা মাত্র। যাহারা মনে করে যে তাহারা সংশোধিত হইতে চায় না, তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে পারে, যাহারা circumcised তাহারাই শক্তিবাদের মতে ঠিক ঠিক যবন। লিঙ্গ কাটার (circumcision) বিষয়ে আমি অনেক গ্রন্থে অনেক কথা বলিয়াছি। যাহারা লিঙ্গ কাটে ও লিঙ্গকাটাদের সংস্পর্শ পাইয়া যে সব কন্যাদের সতীত্ব গিয়াছে ও যাহারা এইসব পিতামাতার সন্তান তাহাদের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন। আমাদের গীতা শাস্ত্র খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসর প্রচলিত আছে। আমি গীতা পাঠক অনেক মহাত্মার লিখিত গীতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী দেখিয়াছি। তাঁহাদের লেখায় আমি সূর্য্যস্তরের চিন্তাধারার বাইরে কোন আলো পাই নাই। আমাদের দেশেও অনেক গীতাবাদী মহাত্মা

আছেন তাঁহাদের মধ্যেও সূর্য্যস্তরের প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। পাঠক জানিয়া রাখুন সূর্য্যস্তর খুব উচ্চস্তরের দার্শনিকতা নয়। সৃষ্টির নামে মোট আটটি শক্তির আটটি কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যেও বিদ্যমান। সৃষ্টির নিয়ম বিশ্বমাতার নিয়মের মতই জীবের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা শক্তিবাদ গ্রন্থে - অ, ই, উ, ঋ, ঌ, ও, অং, অঃ - এই আটটি শক্তির কথা বলিয়াছি। পাঠক ''Shaktibad, The World Conqueror 1st Part'' এর Creation Process অধ্যায় দেখুন।

ঃ - বিসর্গ কর্তৃত্ব শক্তি, পুরুষ শক্তি, অব্যক্ত শক্তি, মস্তিষ্ক চিত্রে ১৬ কলা কেন্দ্র দেখুন। ং অনুস্বার - জ্ঞানশক্তি পূর্ণবোধ শক্তি, মহত্তত্ত্ব। মস্তিষ্ক চিত্রে ১৫ কলাকেন্দ্র দেখুন। অ - ইচ্ছাশক্তি, ভালবাসা, সৃষ্টির বেগ। মস্তিষ্কে ৬ কলা কেন্দ্র (সূর্য্য) দেখুন, ই - বিজ্ঞান শক্তি, Science সংযম, মস্তিষ্ক চিত্রে ৫ কলা কেন্দ্র (গণেশ) দেখুন, উ - শান্তি শক্তি। মস্তিষ্ক চিত্রে ৮ কলা কেন্দ্র (শিব)। ঋ কর্মশক্তি Active Force, মন, মস্তিষ্ক চিত্রে 'Mind' কেন্দ্র। ঌ - প্রাণশক্তি Life Force, মস্তিষ্ক চিত্রে Life Centre.

পুরুষের সম্ভোগ যন্ত্রে ও কন্যাদের সম্ভোগ যন্ত্রেও এইসব শক্তির কেন্দ্র আছে। লিঙ্গের আবরণ ত্বচার (Foreskin) ও কন্যাদের সতীচ্ছদের সঙ্গে মস্তিষ্কের ১৫ ও ১৬ কলা কেন্দ্রের সংযোগ আছে। এই চামড়া যাহারা কাটিয়া ফেলে তাহারা মস্তিষ্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকে। যে সব কন্যারা প্রথম সম্ভোগে লিঙ্গ কাটাদের সংস্পর্শ পায় তাহাদের মস্তিষ্কে ঐ দুইটি কেন্দ্র স্পন্দিত হয় না। তাহারা জীবনের মত নিজের ভিতরকার জ্ঞান ও ঈশ্বরীয় শক্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহাদের সন্তানগণেরও জ্ঞানশক্তি কেন্দ্র ও ঈশ্বরীয় শক্তিকেন্দ্র স্তব্ধ থাকে। লিঙ্গের মুখের উপরকার চামড়ার আবরণের পরে লিঙ্গে Glens Penis (সুপারী স্থান)-এর সংযোগস্থলের নিম্নে ও কন্যাদের সতীচ্ছদের ঠিক নিম্নে যে স্পর্শসুখ বিদ্যমান থাকে ইহা মস্তিষ্কের বিষ্ণু ও শিবকেন্দ্রের স্পন্দনের সঙ্গে জড়িত। লিঙ্গের ও যৌনাগ্রের অন্যান্য স্থানেও যেসব স্পন্দন সুখ উত্থিত হয় - উহার সঙ্গে মস্তিষ্কস্থিত প্রাণকেন্দ্র মনঃকেন্দ্র, সংযমকেন্দ্র (গণেশ), ভালবাসা কেন্দ্র তৃপ্তিলাভ করে। আমরা এখানে এসব বিষয়ে বেশী আলোচনা করতে চাই না।

যৌবনে যৌনরসের স্ফুরণ হয় প্রত্যেক জীবের। যৌনরসের সর্বশ্রেষ্ঠ বোধের কেন্দ্র হইতেছে পুং যন্ত্রের অগ্রভাগের চামড়া ও কন্যাদের সতীচ্ছদ। সতীচ্ছদ যদি পুং যন্ত্রের অগ্রভাগের স্পর্শ না পায় তবে তাহার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানের মনে জ্ঞানের প্রবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া যায়। মানব জীবনের এইরূপ সৃষ্টিছাড়া সন্তানগণের উচ্চ প্রবৃত্তি স্তব্ধ হয়। ইহাদের উচ্চ জ্ঞান, উচ্চ বিচার, উচ্চ বোধ থাকে না। এরা অত্যন্ত দাম্ভিক মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুর হয় এবং জ্ঞানপথের বিরোধী হয়। কন্যাদের সতী আবরণ ভেদকালে যদি পুং যন্ত্রের অগ্রবর্ত্তী চামড়ার স্পর্শ না পায় তাহাদের গর্ভে উচ্চ বিকাশসম্পন্ন সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পুং যন্ত্রের অগ্রভাগ ত্বচা সম্পন্ন পুরুষ ও সতীচ্ছদ সম্পন্না কন্যার মিলকেই হিন্দুশাস্ত্রে প্রজাপত্য বিবাহ বলে। এই জন্যই শাস্ত্রে বাল্য বিবাহের এত কদর ছিল। একটা সম্প্রদায়ের লক্ষ্য প্রজাপত্য সৃষ্টি ও আর একটা সম্প্রদায়ের লক্ষ্য কামজ সৃষ্টি। এই দুইটার লক্ষ্য এক হইতে পারে না। কাজেই যাহারা দেশভাগ করিয়াছে তাহাদের দেশত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল। নেতাগণেরও প্রজাপত্য সৃষ্টির অনুকূলে সমাজ

ও রাষ্ট্রগঠনের ভিত্তিদান করা কর্ত্তব্য। ঋষিস্তরের জ্ঞানী এখন দুর্লভ। ইহার মূল কারণ যে কি, এই সম্বন্ধে এই যবন যজ্ঞ অধ্যায়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।

লিঙ্গ কাটাদের কুকীর্ত্তি সমস্ত বিশ্ব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আমরা বলি, যাহারা লিঙ্গকাটে এবং যে সব কন্যাগণ লিঙ্গকাটাদের স্পর্শে সতীত্ব দান করে এবং যে সব সন্তানগণ তাদের স্পর্শে জন্ম গ্রহণ করে তাহাদিগকে চিনিয়া রাখা প্রয়োজন।

আজকাল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ডাক্তারদের দিয়ে প্রচার করানো হচ্ছে লিঙ্গকাটার ফলে ক্যানসার জাতীয় রোগ নাকি হয় না। গত ১১।৯।৮৬ সকাল আটটায় আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে কথোপকথনের সময় ক্যানসার বিষয়ে বলতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন সমস্ত ছেলেদের অল্প বয়সেই লিঙ্গের ত্বক কেটে ফেলা (Circumcision) ভাল। তাঁর অভিজ্ঞতা লিঙ্গকাটা মুসলমানদের ক্যানসার হয় না।

জিন্নার পাকিস্তান সৃষ্টির পরিণতিকে আমাদের নেতারা, কোথায় লইয়া চলিয়াছেন সেটা চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

শক্তিবাদ ধর্ম্মের আদিগুরু শিব

প্রশ্ন উঠিয়াছে যে শক্তিবাদ ধর্মের প্রথম প্রবর্তক কে?

সদাশিব মহাদেব শক্তিবাদ ধর্মের আদিগুরু। তিনি এই ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দশদিকপাল সকলেই শিবের শিষ্য। এই পুস্তিকাতে শৈবধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সমস্ত দেবতা, সমস্ত অবতার এবং সমগ্র হিন্দুজাতি শিবেরই শিষ্য। শিবমূর্তি হইতেছে সহস্রার (মস্তিষ্ক) সহ ষটচক্র ও উহার মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ী ও শক্তিকেন্দ্র।

আজকাল নূতন বিজ্ঞানে হরমোন্ শব্দের কথার খুবই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হরমোনের প্রধান কেন্দ্র মস্তিষ্কস্থিত গুরুপাদুকা কেন্দ্র। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কুব্জিকা তন্ত্রে আছে। আমরা এই গুরুপাদুকা মন্ত্র উদ্ধার সহ সব কথা বিস্তারিতভাবে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করিয়াছি। হরমোনের প্রধান কেন্দ্র গুরুপাদুকা, ২য় কেন্দ্র কণ্ঠচক্র এবং সমস্ত ব্রহ্মনাড়ী মধ্যস্থিত ষট্চক্রের অন্যান্য কেন্দ্র।

এই ধর্ম্মের কথা গীতায় উল্লেখ আছে। "এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহয়ঃ আঘয়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।" যাহারা এই ধর্ম অনুশীলন করে না তাহাদের জীবন পাপময়। দেখা যায় যে সব ধর্মে এই ব্রহ্মনাড়ী ও ষট্চক্র সম্বন্ধে আলোচনা নাই সেগুলি মহাপাপের ধর্ম ও জগতের ভয়ংকর অকল্যাণকারী। ইহারা লুটেরু, নিষ্ঠুর, সৎলোকের রক্তপাতকারী, নারীর অপমানকারী, মিথ্যাচারী ও জোচ্চোর। এই ব্রহ্মনাড়ীর অনুশীলন যাহারা করে না শক্তিবাদীরা তাহাদের বিশ্বাস করিও না।

সত্যযুগের তিনজন গুরু ছিলেন, মহেশ্বর, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। ভারতবর্ষ আক্রমণের পর তিনজন মহাপুরুষের কর্মধারা ভারতীয় শক্তিবাদের দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে তাঁরা হইতেছেন শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ, পরবর্তী গুরু নেপাল রাজা ও নেপাল জাতির সংগঠনকারী ন্যায়মুনি। ন্যায়মুনি নেপালের কাটমুণ্ডু (ছিন্নমস্তার মন্দির) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মন্দির এবং সেখানকার স্বয়ম্ভূ শিবমন্দির মুসলমানরা ধ্বংস করে। সমস্ত ভারতবর্ষেও লক্ষ লক্ষ মন্দির মুসলমানরা ধ্বংস করে। কলিকাতায় সি-পি-এম বহু মন্দির ধ্বংস করে। এই সব আদিগুরুগণের শক্তিবাদ শিষ্যগণ সমস্ত ভারতব্যাপী শিবের শিষ্যগণ আজ নাস্তিকবাদী, খিলাফৎবাদী ও মক্কাবাদীদের দ্বারা বেশ ভালভাবেই লাঞ্ছিত।

হিন্দুরা শিবের ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হও ও ভারত তথা পৃথিবীর কল্যাণের কথা ভাবো।